দুরালাপনী ঃ অফিসঃ ২৫১৩৮০১-৩, ফ্যাক্সঃ ২৫১৩৮০৪
সিএন্ডএফ এজেন্টস্ হলঃ ৭১২১৭৬, ফ্যাক্সঃ ৭১৪১৩৭
Website- www.cnfctg.org, www.cnfctg.net
E-mail- cnfctg@gmail.com, cnfctg@yahoo.com

চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHITTAGONG CUSTOMS CLEARING & FORWARDING AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম- ৪১০০

প্রচার পত্র নং- ১১/২০২০ তারিখঃ ০৬/০২/২০২০ খ্রিঃ

সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের প্রতি,

কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর সাথে চিটাগাং কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন ও চিটাগাং কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) এর অনুষ্ঠিত যৌথ মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী, নথি নং-এস-০৪/১২/প্রশাসন/মত বিনিময় সভা/২০১৭-১৮/১০২৯৭(), তারিখ-০৫/০২/২০২০খ্রিঃ সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে আদেশক্রমে প্রচার করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ মিজানুর রহমান
সচিব

"উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "জনকল্যাণে রাজস্ব"
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
www.chc.gov.bd E_mail: customhousectg@gmail.com

বিষয় : চিটাগাং কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন ও চিটাগাং কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) এর সাথে অনুষ্ঠিত যৌথ মতবিনিময় সভার কার্য বিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ ফখরুল আলম, কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
স্থান : "সমৃদ্ধি" সম্মেলন কক্ষ, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
তারিখ : ১৪/০১/২০২০ খ্রিঃ।
সময় : বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা।

গত ১৪/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর সম্মেলন কক্ষ "সমৃদ্ধি"-তে চিটাগাং কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এবং সিএন্ডএফ এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন এর সাথে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের একটি যৌথ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফখরুল আলম। কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন ও কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সভার শুরুতেই উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। সভায় সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন ও কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আমদানি-রপ্তানি পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূরীকরণে ৮ (আট) দফা দাবী উপস্থাপন করে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। সভায় উত্থাপিত দাবিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে উত্থাপিত দাবীগুলোর প্রায় সবই পুরনো এবং বিদ্যমান আইন ও বিধির আলোকে বর্ণিত দাবীসমূহ পূরণের বিষয়ে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন। অতঃপর প্রতিটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র:/নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	আমদানিকারকের অনিয়ম অথবা অসংগতির জন্য সিএন্ডএফ এজেন্টের লাইসেন্স চূড়ান্ত বাতিলের প্রস্তাব সংবলিত পত্রটি পুনর্বিবেচনা।	সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি আলোচ্য পত্রটি প্রত্যাহারের অনুরোধ করলে সভার সভাপতি জানান, ইতোমধ্যে উক্ত পত্রের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। যেখানে এতদবিষয়ে সকল স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে সদস্য (কাস্টমস নীতি) মহোদয়ের অভিমত সভাকে জানানো হয়। সভাপতি সভাকে জানান যে, আলোচ্য পত্রটি একটি মতামত, এটি কোন সিদ্ধান্ত নয়।	পত্রটি যেহেতু একটি মতামত সেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের সংশয় দূর করতে হবে।	কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
২	ডেটাবেইজে পণ্যের মূল্য থাকা সত্ত্বেও তা অনুসরণ না করা।	সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সভায় জানানো হয় কাস্টমস কর্মকর্তারা ডেটাবেইজ মূল্য অনুসরণ করছেন না। এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যাতে ডেটাবেইজ মূল্য অনুসরণ করে তার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। কাস্টম হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনেক সময় ডেটাবেইজে ফিনিসড প্রোডাক্ট এর মূল্য উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্যের চেয়ে কম থাকে, শুল্কায়নকালে এ বিষয়টি সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।	আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়নকালে ডেটাবেইজ মূল্য ও ন্যূনতম (minimum value) মূল্য অনুসরণ করতে হবে। তবে কোন পণ্যের ঘোষিত মূল্য যদি ডেটাবেইজ মূল্য অথবা ন্যূনতম মূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক কম হয় তাহলে শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা অনুসরণ করে এ দপ্তরের এসেসমেন্ট কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করতে হবে।	শুল্কায়ন সেকশনের কর্মকর্তাগণ, সিএন্ডএফ এজেন্টসগণ।
৩	শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা-২০০০ এর সঠিক প্রয়োগ।	সিএন্ডএফ এজেন্টসগণ সভায় শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০০০ এর যথাযথ প্রয়োগের অনুরোধ জানান।	আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০০০ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় হলে তা সংশ্লিষ্ট এডিশনাল/জয়েন্ট কমিশনারের নজরে আনতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল শুল্কায়ন কর্মকর্তা, এডিশনাল/জয়েন্ট কমিশনার, সিএন্ডএফ এজেন্টস।
৪	আনস্টাফিং কর্মকর্তাগণ কর্তৃক এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ-১২৭ তারিখ-৩০/১১/১১ খ্রিঃ পরিপালন না করা।	সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন ও কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যরা জানান, আনস্টাফিং পর্যায়ে পণ্যের ভ্যালু, এইচএস কোড, এসআরও ইত্যাদি যাচাই করা হয়, যার ফলে পণ্য খালাসে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব হয়। এক্ষেত্রে তারা পণ্য খালাস দ্রুততর করতে অফিস আদেশ-১২৭, তারিখ: ৩০/১১/২০১১ খ্রিঃ অনুসরণের দাবী জানান। সভাপতি এ বিষয়ে জয়েন্ট কমিশনার (জেটি)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, সকল আনস্টাফিং কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।	অফিস আদেশ-১২৭ তারিখ: ৩০/১১/১১ খ্রিঃ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে যাচাইয়ান্তে উক্ত আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। আনস্টাফিং শাখায় কোন সমস্যার উদ্ভব হলে জয়েন্ট কমিশনার (জেটি) সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক-১ ও কাস্টমস বিষয়ক সম্পাদকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সুরাহা করবেন।	জয়েন্ট কমিশনার (জেটি), যুগ্ম-সম্পাদক-১ ও কাস্টমস বিষয়ক সম্পাদক: সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন।
৫	অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পরীক্ষা বন্ধকরণ।	সিএন্ডএফ এজেন্টস ও কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যরা জানান, পণ্যের লিটারেচার, মিল টেস্ট রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু পণ্যের রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়, এতে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কাস্টম হাউস এর পক্ষ থেকে জানানো হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্যের সুস্পষ্ট বর্ণনা, লিটারেচার (এমএসডিএস) থাকে না বিধায় রাসায়নিক পরীক্ষা করতে হয়। তবে উল্লিখিত দলিলাদি দাখিল করলে অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পরীক্ষা বন্ধ করা সম্ভব হবে।	(ক) এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৭(৪)কাস-১/৯২/(অংশ-২)/৪৯০(১),তারিখ:০৯/০৯/২০০১ ইং এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) বোর্ডের উক্ত পত্রে উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্যের সুস্পষ্ট বর্ণনা ও লিটারেচার (এমএসডিএস) থাকলে রাসায়নিক পরীক্ষা পরিহার করতে হবে। তবে কোন পণ্যচালানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে (সহকারী কমিশনারের নিম্নে নয়) রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রেরণ করা যাবে।	এসি/ডিসি, এআরও, আরও, সিএন্ডএফ এজেন্টস।

দুরালাপনী ঃ অফিসঃ ২৫১৩৮০১-৩, ফ্যাক্সঃ ২৫১৩৮০৪
সিএন্ডএফ এজেন্টস্ হলঃ ৭১২১৭৬, ফ্যাক্সঃ ৭১৪১৩৭
Website- www.cnfctg.org, www.cnfctg.net
E-mail- cnfctg@gmail.com, cnfctg@yahoo.com

চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHITTAGONG CUSTOMS CLEARING & FORWARDING AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম- ৪১০০

ক্র/নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৬	বর্ণনা সঠিক থাকলে H.S Code পরিবর্তন হলেও ন্যায় নির্ণয়ণ ব্যতিরেকে শুল্কায়ন করা।	সিএন্ডএফ এজেন্টস প্রতিনিধিগণ জানান, সঠিক এইচএস কোড নিরূপন একটি জটিল বিষয়, একজন আমদানিকারকের পক্ষে সঠিক এইচএস কোড প্রদান করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বিধায় দাখিলকৃত দলিলাদিতে পণ্যের বর্ণনা সঠিক থাকলে H.S Code পরিবর্তন বা ভুল হলেও ন্যায় নির্ণয়ণ ব্যতিরেকে তারা শুল্কায়নের অনুরোধ জানান। কাস্টম হাউস এর পক্ষ থেকে জানানো হয় পূর্বে এতদবিষয়ে সিদ্ধান্ত আছে, তা অনুসরণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অন্য কোন ঝুঁকি থাকলে তা নির্ধারণপূর্বক সমাধানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নজরে আনা যেতে পারে।	এতদসংক্রান্ত গত ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনীর (নথি নং-এস-০৪/১২/ প্রশাসন /মতবিনিময় সভা/২০১৭-১৮/২০১৫৫(কাস), তারিখ: ১৯/০৫/২০১৯ খ্রিঃ) ৯ নং সিদ্ধান্ত (পণ্যের বর্ণনা সঠিক থাকলে এবং এ ক্ষেত্রে শুল্ক ফাঁকি সংক্রান্ত কোন অসৎ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত না হলে স্বাভাবিক শুল্কায়ন) অনুযায়ী আপাতত: কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তবে সার্বিক বিষয়টি তুলে ধরে এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা কামনা করতে হবে।	কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম ও সিএন্ডএফ এজেন্টস।
৭	বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ইউডি ও বন্ড লাইসেন্সে ভুল এইচএস কোড ব্যবহারের কারণে পণ্য খালাস বিলম্ব দূরীকরণ।	সভায় সিএন্ডএফ এজেন্টস প্রতিনিধিগণ বলেন, অধিকাংশ বন্ডারের বন্ড লাইসেন্সে H.S Code সংযোজন সংক্রান্ত যে সমস্যা রয়েছে, তা সম্পন্ন করার জন্য সময়ের প্রয়োজন হবে। কারণ Bangladesh Cutoms Tariff অনুসারে অনেক বন্ডারের বন্ড লাইসেন্স সংশোধন করতে হবে এবং এই কাজটি সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেট হতে করতে হবে। যেহেতু বন্ড লাইসেন্সে নতুন এইচএস কোড সংযোজন করতে সময়ের প্রয়োজন সেহেতু তারা Utilization Declaration (UD) এবং আমদানি দলিলাদিতে প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে পণ্য সঠিক থাকলে সেক্ষেত্রে BGMEA এর প্রত্যয়ন এবং আমদানিকারক (বন্ডার) প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার বিপরীতে আপাতত: আমদানি চালান শুল্কায়নপূর্বক বন্ডের অধীন খালাস দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় কাস্টম হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরণের ছোট খাট সমস্যা হলে তা বর্ণিত পদ্ধতিতে সমাধান করা হয়েছে থাকে। তবে বড় ধরণের পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।	বিল-অব-এন্ট্রি, ইউডি ও আমদানি দলিলাদিতে উল্লিখিত এইচএস কোড বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখ না থাকলে, BGMEA এর সুপারিশসহ বন্ডারের অঙ্গীকারনামা গ্রহণসাপেক্ষে পণ্য খালাস প্রদান করা হবে। তবে খালাস পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে খালাস গৃহীত পণ্যের এইচএস কোড বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত করে কাস্টম হাউসে দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কিংবা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের অনুমোদন প্রয়োজন।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ও কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৮	জতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্যের কায়িক পরীক্ষা শতকরা ১০ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।	সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন ও কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যরা জানান, বর্তমানে পণ্যের কায়িক পরীক্ষার পরিমাণ বেড়ে গেছে, এর পরিমাণ প্রায় শতকরা ২০ ভাগের বেশি। এছাড়া একই পণ্যচালান জেটি পরীক্ষণ, এআইআর, কাস্টমস গোয়েন্দা আলাদা আলাদা পরীক্ষা করার দরুণ সময় ও ব্যয় উভয়ই বেড়ে যায়। তারা এর থেকে প্রতিকার চান। সভাপতি জানান, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় এটিকে নূন্যতম পরিমাণে রাখার কাজ চলছে। একই পণ্য যাতে একাধিকবার পরীক্ষা করতে না হয় তা নিশ্চিত করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে তা করা হবে।	কায়িক পরীক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ ৪৮/৯৮; তারিখ: ১১/০৬/১৯৯৮ খ্রিঃ অনুসরণ করা হবে। রেড চ্যানেলভুক্ত পণ্যচালান ব্যতীত অন্যান্য পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার প্রয়োজন হলে তার উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট এসি/ডিসির অনুমোদনক্রমে তা করা যাবে। জেটি পরীক্ষণ, এআইআর বা কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক কোন পণ্যচালান পরীক্ষার ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে একত্রে কায়িক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।	রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, জেটি পরীক্ষণ, এআইআর, কাস্টমস গোয়েন্দা।

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ ফখরুল আলম)
কমিশনার অব কাস্টমস

নথি নং-এস-০৪/১২/প্রশাসন/মত বিনিময় সভা/২০১৭-১৮/ ১০২৭৭( )

তারিখ : /০১/২০২০ খ্রিঃ
05 FEB 2020

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
২। এডিশনাল কমিশনার-১/২, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৩। জয়েন্ট কমিশনার-১/২/৩/৪, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৫। ডেপুটি/অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (সকল), কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৬। সহকারী প্রোগ্রামার (সকল), কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৭। রেভিনিউ অফিসার (সকল), কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম।
৯। সুপার, যোগাযোগ শাখা, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম। (সংশ্লিস্ট সকলকে বিতরণের জন্য)
১০। পিএটু সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা। (সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১১। পিএটু কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম। (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১২। অফিস কপি।

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস (প্রিভেন্টিভ)